তারিখ 10 JUN 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

দৈনিক বাংলা | ৩

মেডিক্যাল ভার্সিটি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে

দেশে আরও মেডিক্যাল কলেজ হবে ঃ খালেদা জিয়া

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারেররয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান হাসপাতালগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে।

বাসস'র খবরে প্রকাশ, রোববার শিশু একাডেমীর জিয়াউর রহমান হলে বাংলাদেশ ডাক্তার সমিতির প্রথম জাতীয় সম্মেলনে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে যথাযথ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও আরও মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন এবং হাসপাতালগুলোকে সম্প্রসারণের কর্মসূচী নেয়া হবে।

তিনি বলেন, তাঁর সরকার খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান জনগণের এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তিনি বলেন, জনগণের এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীতে অগ্রাধিকার পাবে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী কামাল ইবনে ইউসুফ, ডাক্তার সমিতির আহ্বায়ক ডাঃ মোঃ জাকির হোসেন ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ তৌহিদুর রহমান বকিও ভাষণ দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেসব ডাক্তার গ্রামে যাবেন এবং পল্লীর জনগণকে তাঁদের সেবা দেবেন তাঁরা উচ্চ শিক্ষা ও বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অগ্রাধিকার পাবেন।

তিনি বলেন, দেশের জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ গ্রামে বাস করলেও সেখানে ওষুধ ও চিকিৎসক তুলনামূলকভাবে কম পাওয়া যায়। তিনি বলেন, তিনি প্রায়ই অভিযোগ পান যে উপজেলা বা ইউনিয়নে বদলী করা হলে ডাক্তাররা সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁরা বদলীর আদেশ বাতিলের জন্য জোর তদবির শুরু করেন এবং নগর এলাকায় থেকে যান।

বেগম জিয়া বলেন, যারা এখন চিকিৎসক হয়েছেন তাদের অধিকাংশের বাবা মা বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন গ্রামে বাস করেন। তিনি চিকিৎসকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাঁদের উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ের এক বিরাট অংশ পল্লীর জনগণ যুগিয়ে থাকেন। তিনি প্রশ্ন করেন আপনাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যরা যাঁরা আপনাদের শিক্ষার জন্য অর্থ যোগাচ্ছেন তাঁদের থেকে আপনারা মুখ ফিরিয়ে রাখলে তাঁদের কি হবে?

বেগম জিয়া ডাক্তারদের প্রতি

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে আরও মেডিক্যাল কলেজ হবে ঃ খালেদা জিয়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কল্যাণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের সেবা দিয়ে জনগণের হৃদয় জয় করার ও তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জনের আহ্বানজানান।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেসব চিকিৎসক বেশি ফি দাবী করেন গরীব রোগীরা তাদের কাছে যেতেই পারেন না। তিনি বলেন, "কিন্তু অর্থ লিপ্সা আপনাদের মহান পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণনয়।"

রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন শহর এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মত আধুনিক ক্লিনিক গজিয়ে ওঠা প্রসঙ্গে বেগম জিয়া বলেন, এর থেকে মনে হতে পারে যে চিকিৎসা সুবিধা প্রত্যেকের দোরগোড়ায় পৌছে গেছে কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তিনি বলেন, অনেক রোগীই উচ্চ ব্যয়ের জন্য এসব ক্লিনিক থেকে সুবিধা নিতে পারেন না।

বেগম জিয়া বলেন, তিনি চান যে দেশে আরও ক্লিনিক গড়ে উঠুক। তবে এটা সুখের বিষয় হবে যদি এই ক্লিনিকগুলো সপ্তাহে দু একদিন গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা করে। তিনি পরামর্শ দেন যে ডাক্তাররা একত্র হয়ে প্রত্যেক মহল্লায় বিনামূল্যে ক্লিনিক চালাতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি চিকিৎসকদের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং সমস্যা সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী। তিনি তাদের আশ্বাস দেন যে তাঁর সরকার তাঁদের সমস্যা সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করবেন।

স্বৈরাচার উৎখাতে চিকিৎসকদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, ডাঃ সামসুল আলম খান মিলন গণতন্ত্রের পথ সুগম করতে তাঁর রক্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, শহীদ মিলনের হত্যাকারীদের জাতি কোন দিন ক্ষমা করবে না। তিনি বলেন, তাদের বিচার ও শাস্তি হবে।

বেগম জিয়া প্রয়োজনের সময়ে ডাইরিয়া ও ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকায় দুর্গত জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদানে চিকিৎসকদের ভূমিকারও উচ্চ প্রশংসা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতলের বর্তমান অবস্থার উন্নয়নে হাসপাতাল প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা জোরদার করার জন্য ডাক্তারদের প্রতি আহ্বান জানান।